১. প্লেটোর আকার তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো। অথবা, প্লেটোর আকার তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর আকার তত্ত্ব বা ধারণা তত্ত্ব (Theory of Forms or Ideas) একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্লেটো মতামত বা বিশ্বাস এবং যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল; তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা শুধুমাত্র অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে জানা যায়; প্রকৃত সত্য বা পরম সত্তাকে কোনোভাবেই জানা সম্ভব যায় না। একমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্ভব। যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে অবশ্যই নিত্য, অপরিবর্তনশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত হতে হবে। প্লেটো তাঁর বিভিন্ন ডায়ালগে যথার্থ জ্ঞানের এই বিষয়বস্তুকে 'আকার' (Form), 'ধারণা' (Idea) বা 'সামান্য' (Universal) বলে অভিহিত করেছেন।

প্লেটোর আকার তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

(ক) স্বনির্ভর ও বস্তুগত অস্তিত্ব: প্লেটোর মতে, ধারণার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ও মন-নিরপেক্ষ। ধারণা কোনো ব্যক্তিমনের কল্পনা বা মানসিক অবস্থা নয়; মানবমনের চিন্তার বাইরেও এর নিজস্ব শাশ্বত বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে।

(খ) বিশেষ বস্তু থেকে ভিন্ন ও সামান্য ধর্ম: ধারণা বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে পৃথক হলেও তা বস্তুর সামান্য ধর্ম হিসেবে বিদ্যমান। যেমন—রাম, শ্যাম, যদু ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ মানুষ নশ্বর ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন, কিন্তু তাদের মধ্যে নিহিত 'মনুষ্যত্ব' ধারণাটি অবিনশ্বর, সার্বজনীন এবং স্বতন্ত্র সত্তা।

(গ) বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তন: ধারণা কোনো জড়বস্তু নয়, কারণ জড়বস্তু মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বিশেষ। আকার বা ধারণা হলো বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য, যা একমাত্র শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

(ঘ) একত্ব ও বহুত্বের ঐক্যসূত্র: জগতে বিশেষ বিশেষ বস্তু অসংখ্য বা বহু, কিন্তু তাদের মূল ধারণাটি হলো এক ও অখণ্ড (Unity in Diversity)। যেমন—পৃথিবীতে সুন্দর বস্তু বহু হতে পারে, কিন্তু তাদের মূল সারধর্ম 'সৌন্দর্য' হলো এক। এই এক সৌন্দর্যই বহু সুন্দর বস্তুর মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে।

(ঙ) নিত্যতা ও অবিনশ্বরতা: বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উৎপত্তি, পরিবর্তন ও ধ্বংস আছে; কিন্তু আকারের কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একটি সুন্দর ফুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু 'সৌন্দর্যের ধারণা' চিরন্তন, নিত্য ও শাশ্বত থাকে।

(চ) বস্তুর সারধর্ম বা মূল সত্তা: ধারণা হলো প্রতিটি জাগতিক বস্তুর আসল সারধর্ম (Essence)। বিশেষ বস্তুর বিনাশ ঘটলেও সামান্য ধর্মের বিনাশ হয় না। ফলে একটি বিশেষ বস্তুর ধ্বংস হলেও সেই একই আকারের অপর একটি বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয়।

(ছ) আদর্শ রূপ ও পূর্ণতা: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু অপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং ছায়ার মতো। ধারণা হলো সেই সমস্ত বস্তুর চরম পূর্ণ ও আদর্শ রূপ। জাগতিক বস্তুসমূহ ধারণার অনুকরণ বা অপূর্ণ প্রতিচ্ছবি মাত্র।

(জ) দেশ-কাল নিরপেক্ষতা: জাগতিক বস্তুসমূহ দেশ ও কালের (Space and Time) সীমারেখায় আবদ্ধ এবং পরিবর্তনশীল। কিন্তু প্লেটোর ধারণা বা আকার দেশ-কালের গণ্ডির বাইরে এক অতীন্দ্রিয় লোকে অধিষ্ঠিত।

(ঝ) ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা: ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা কেবল অনিত্য পার্থিব বস্তুকে জানতে পারি। কিন্তু ধারণা ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় তা কেবল যুক্তিনির্ভর দর্শনের আলোকেই প্রতিভাত হয়।

(ঞ) সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব: পরবর্তী জীবনে পিথাগোরাসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্লেটো ধারণাকে অনেক ক্ষেত্রে 'সংখ্যা' বা গাণিতিক অনুপাতের সাথে তুলনা করেছেন, যা মহাজাগতিক শৃঙ্খলার ধারক।

প্লেটোর আকার তত্ত্ব শুধুমাত্র তত্ত্বগত সত্তা নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি; প্লেটোর আকারতত্ত্ব অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। তিনি আকারের জগৎকে একটি স্তরক্রম বা পিরামিডের মতো কল্পনা করেছেন, যার শীর্ষে অবস্থান করছে 'মঙ্গলের ধারণা' (Idea of the Good)—যা সমস্ত ধারণার মূল উৎস। প্লেটোর এই আকার তত্ত্ব সামগ্রিক পাশ্চাত্য আধিবিদ্যক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।